তারিখ ... NOV. 27 2002
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

ঢাবি ছাত্রীকে হয়রানির খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন মুন্নির তীব্র প্রতিবাদ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী আরিফাতুল কিবরিয়া মুন্নি গতকাল মঙ্গলবার তার সঙ্গে ইতিহাস

খবর : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৩

খবর : ভিত্তিহীন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মেজবাহ কামালকে জড়িয়ে কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত যৌন হয়রানির সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে, সম্পূর্ণ মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে এসব সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। মুন্নি এসব সংবাদকে অতিরঞ্জিত আখ্যায়িত করে জানায়, প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের কোন ঘটনাই ঘটেনি। গতকাল এক বিবৃতিতে সে জানায়, 'গত ২৫ নভেম্বর দেড়টার সময় আমি মেসবাহ কামাল স্যারের রুমে গিয়েছিলাম। আমি তার পরিচালিত গবেষণা ট্রাস্টে গবেষণা সহকারী হিসেবে গত ২ বছর থেকে কাজ করি। সেখানে বিভিন্ন কথা প্রসঙ্গে একটা পর্যায়ে আমার কাজ ও পড়ালেখার কিছু গাফিলতি নিয়ে তিনি আমাকে প্রচণ্ড বকাবকি করেন। তার সঙ্গে তর্কের একপর্যায়ে তিনি আমাকে চড় লাগান। আমি তখন ভীষণ ক্রোধান্বিত হয়ে রুম থেকে দৌড়ে বের হয়ে আসি। এ সময় সাংবাদিকতা বিভাগের কয়েকজন ছাত্র আমাকে দ্রুত যেতে দেখে। ঘটনা মূলত এটুকুই। এটা নিয়ে আমি কাউকে অভিযোগ করিনি, কিছু বলিনি। উনি আমার স্থানীয় অভিভাবক এবং আমাদের গোটা পরিবারের সুহৃদ। কিন্তু কিছু পত্রিকা এতটাই রং চড়িয়ে লিখেছে যে, ত রীতিমতো আত্মঅবমাননাকর। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

এদিকে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের একদল বিক্ষুব্ধ কর্মী গতকাল মেজবাহ কামালের কক্ষে হামলা চালিয়েছে এবং তার কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে। এ সময় বিভাগের ছাত্ররা প্রতিবাদ করায় হামলাকারীদের হাতে তিন ছাত্র আহত হয়। ঘটনা তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ রাশেদুল হাসানকে আহ্বায়ক করে ৪ সদস্যের একটি তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করেছেন। কমিটিকে রিপোর্ট পেশের জন্য এক সপ্তাহের সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। এদিকে আজ মেজবাহ কামালের পক্ষে-বিপক্ষে বিক্ষুব্ধ ছাত্র এবং গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য পৃথক মিছিল-সমাবেশ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছে।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল সকাল থেকেই ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। যদিও এ ঘটনার কোন সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ভিত্তিহীন সংবাদকে আশ্রয় করে ছাত্রদলের কর্মীরা বেলা সাড়ে ১১টায় কলা ভবনের ১০৭৯ নম্বর কক্ষে হামলা চালায়। ছাত্রদলের বাংলা বিভাগ শাখার সভাপতি বাচ্চু, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ শাখার সভাপতি শফিক, জসিম ও কামালের নেতৃত্বে জসিম উদ্দিন, জিয়া, মুজিব ও সূর্যসেন হলের ছাত্রদল কর্মীরা এতে অংশ নেয়। তারা কক্ষের সামনের নামফলক ভেঙ্গে ফেলে এবং দরজায় লাথি দিতে থাকে। বিভাগের কয়েকজন ছাত্র বাধা দিলে তাদের হাতে সোহাগ, কামাল ও ওহাব আহত হয়। খবর পেয়ে উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তখন বিক্ষোভকারীরা চলে গেলেও উপাচার্যের প্রস্থানের পরপর তারা আবার কলা ভবনের সামনে হাজির হয় এবং অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে মেজবাহ কামালের কুশপুত্তলিকা দাহ করে। তারা অভিযুক্ত শিক্ষককে নাম ধরে খুঁজতে থাকে ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। অপরদিকে বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীরা বিভাগের সামনে দৈনিক মানবজমিন ও দৈনিক সংগ্রামের কপিতে অগ্নিসংযোগ করে।

এদিকে গতকাল সকালে মেজবাহ কামাল সমাজবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী আরিফাতুল কিবরিয়া মুন্নি এবং কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ উপাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেন।

সহযোগী অধ্যাপক মেজবাহ কামালের বক্তব্য

শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছি বলেই আমাকে নিয়ে এমনটা করা হয়েছে। ঘটনার ব্যাপারে কোন সাংবাদিক আমার সঙ্গে কথা বলেনি, এটা দুঃখজনক। অন্যদিকে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির কর্মীরা আমাকে মারতে এসেছিল। তারা নানাভাবে হুমকি দিচ্ছে।

নিন্দা ও প্রতিবাদ

পৃথক বিবৃতিতে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রীর নেতারা ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক মেজবাহ কামালের কক্ষে হামলার ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বিবৃতিদাতারা হলেন– ছাত্রলীগ সভাপতি লিয়াকত সিকদার ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু, ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি শরীফউজ্জামান শরীফ এবং ছাত্রমৈত্রী সভাপতি হাসান ইমাম ও সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান খান।